দৈনিক বাংলা

তারিখ 20 APR 1986
পৃষ্ঠা 1 কলাম 3

079

ধর্মঘটী শিক্ষকদের অনশন

(স্টাফ রিপোর্টার)

দুই-দফা দাবী আদায়ের লক্ষ্যে শিক্ষক সমন্বয় পরিষদের আহ্বানে ধর্মঘটী স্কুল শিক্ষকদের অবস্থান ও অনশনের কর্মসূচী গত কাল শনিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনের সড়কে শুরু হয়েছে।

সকাল সাতটায় এ কর্মসূচী শুরু হয়। তিনজন মহিলাসহ মোট ৫১ জন শিক্ষক অনশন এবং কয়েক হাজার শিক্ষক অবস্থান

৫-এর পৃঃ দ্রঃ

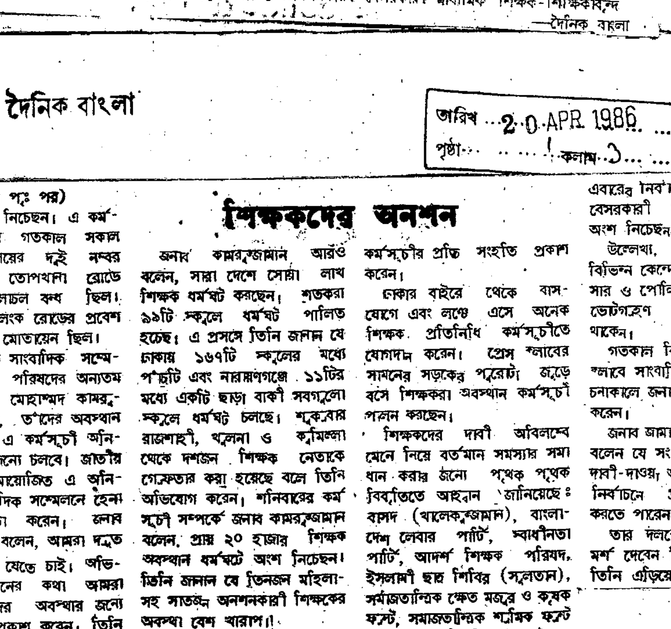

শনিবার তোপখানা রোডে অবস্থান ও অনশনকারী বেসরকারী মাধ্যমিক শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ

—দৈনিক বাংলা

দৈনিক বাংলা

তারিখ 20 APR 1986
পৃষ্ঠা 1 কলাম 3

(১ম পৃঃ পর)

ধর্মঘটে অংশ নিচ্ছেন। এ কর্মসূচীর ফলে গতকাল সকাল থেকে সচিবালয়ের দুই নম্বর গেটের সামনে তোপখানা রোডে যানবাহন চলাচল বন্ধ ছিল। সচিবালয়ের লিংক রোডের প্রবেশ মুখে পুলিশ মোতায়েন ছিল।

সন্ধ্যায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে সমন্বয় পরিষদের অন্যতম নেতা জনাব মোহাম্মদ কামরুজ্জামান বলেন, তাঁদের অবস্থান ও অনশনের এ কর্মসূচী অনির্দিষ্টকালের জন্যে চলবে। জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত এ অনির্ধারিত সাংবাদিক সম্মেলনে হেনা দাসও বক্তৃতা করেন। জনাব কামরুজ্জামান বলেন, আমরা দ্রুত স্কুলে ফিরে যেতে চাই। অভিভাবকদের মনের কথা আমরা জানি। ছাত্রদের অবস্থার জন্যে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি প্রেসিডেন্ট এবং সরকারের প্রতি সমস্যা সমাধানের আহ্বান জানিয়ে বলেন, আলোচনার মাধ্যমে বর্তমান অচলাবস্থার নিরসন সম্ভব। সরকারের আশ্বাস দাবী পূরণের নিশ্চয়তা দিচ্ছে না বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

শিক্ষকদের অনশন

জনাব কামরুজ্জামান আরও বলেন, সারা দেশে সোয়া লাখ শিক্ষক ধর্মঘট করছেন। শতকরা ৯৯টি স্কুলে ধর্মঘট পালিত হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে তিনি জানান যে ঢাকায় ১৬৭টি স্কুলের মধ্যে পাঁচটি এবং নারায়ণগঞ্জে ১১টির মধ্যে একটি ছাড়া বাকী সবগুলো স্কুলে ধর্মঘট চলছে। শুক্রবার রাজশাহী, খুলনা ও কুমিল্লা থেকে দশজন শিক্ষক নেতাকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। শনিবারের কর্মসূচী সম্পর্কে জনাব কামরুজ্জামান বলেন, প্রায় ২০ হাজার শিক্ষক অবস্থান ধর্মঘটে অংশ নিচ্ছেন। তিনি জানান যে তিনজন মহিলাসহ সাতজন অনশনকারী শিক্ষকের অবস্থা বেশ খারাপ।

সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বিভিন্ন সময় শিক্ষক নেতৃবৃন্দ কর্মসূচী পালনরত শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করেন।

গতকাল বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ প্রেসক্লাবের সামনে গিয়ে শিক্ষকদের কর্মসূচীর প্রতি সংহতি প্রকাশ করেন।

ঢাকার বাইরে থেকে বাসযোগে এবং লঞ্চে এসে অনেক শিক্ষক প্রতিনিধি কর্মসূচীতে যোগদান করেন। প্রেস ক্লাবের সামনের সড়কের পুরোটা জুড়ে বসে শিক্ষকরা অবস্থান কর্মসূচী পালন করছেন।

শিক্ষকদের দাবী অবিলম্বে মেনে নিয়ে বর্তমান সমস্যার সমাধান করার জন্যে পৃথক পৃথক বিবৃতিতে আহ্বান জানিয়েছেঃ বাসদ (খালেকুজ্জামান), বাংলাদেশ লেবার পার্টি, স্বাধীনতা পার্টি, আদর্শ শিক্ষক পরিষদ, ইসলামী ছাত্র শিবির (সুলতান), সমাজতান্ত্রিক ক্ষেত মজুর ও কৃষক ফ্রন্ট, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট এবং সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট।

নির্বাচনের কাজে শিক্ষকরা অংশ নেবেন না

আসন্ন সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী ও বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি (কা)-এর সভাপতি কামরুজ্জামান বলেছেন যে এবারের নির্বাচন অনুষ্ঠানের কাজে বেসরকারী মাধ্যমিক শিক্ষকরা অংশ নিচ্ছেন না।

উল্লেখ্য, শিক্ষকরা নির্বাচনের বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার হিসেবে ভোটগ্রহণ কাজে নিয়োজিত থাকেন।

গতকাল বিকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে সাংবাদিকদের সঙ্গে অনুষ্ঠিত আলোচনাকালে জনাব জামান এই মন্তব্য করেন।

জনাব জামান এক প্রশ্নের জবাবে বলেন যে সংগ্রামরত শিক্ষকদের দাবী-দাওয়া আদায় না হলে তিনি নির্বাচনে প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করতে পারেন।

তার দলকেও অনুরূপ পরামর্শ দেবেন কিনা প্রশ্নের উত্তরে তিনি এড়িয়ে যান।